যায়যায়দিন

তারিখ 7 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের খসড়া অনুমোদন

যাযাদি রিপোর্ট

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে পৃথক বোর্ড গঠন ও সনদ প্রদানের বিধান রেখে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসাইন ভূইয়া সাংবাদিকদের জানান, আইনে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদানসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম এ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার বয়স ৮ থেকে ১৪ বছর ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৪৫ বছর করা হয়েছে। উভয় বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক কারিকুলাম প্রস্তুত করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আর্থ-সামাজিকসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর এলাকায় (হাওর, চর, উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে) বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (পথশিশু, বেকার যুবক ও যুব মহিলা, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী পুরুষ-মহিলা) এবং প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশু, যুবক ও যুব মহিলারাও এ আইনের আওতায় আসবেন।

মোশাররফ হোসাইন বলেন, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের যে কোনো পর্যায়ে ব্যত্যয় ঘটালে বা বাধা দিলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলেও পরবর্তী সরকার এ বিষয়ে আর গুরুত্ব দেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায়নের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৩ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় পাঠায়।